APR 16 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ : দুই শিক্ষাবর্ষে সাড়ে ৪ কোটি টাকার কাগজ লোপাট

তদন্তে দোষী সাব্যস্তদের কাছে ক্ষতিপূরণ আদায়ে বাধা বোর্ডেরই দুর্নীতিবাজ চক্র

শামীমা বিনতে রহমান : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজে গত শিক্ষাবর্ষে ৪ কোটি এবং চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় অর্ধকোটি টাকার কাগজ লোপাটের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন এবং মামলা হলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতিবাজ একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কারণে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না বোর্ড। আর ক্ষতিপূরণ আদায় না করেই আগামী মে মাস থেকে পরবর্তী ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ শুরু করতে যাচ্ছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

গত শিক্ষাবর্ষে বেক্সিমকো ৪৬ লাখ বই সরবরাহ না দিয়ে ৪ কোটি টাকার কাগজ এবং চলতি শিক্ষাবর্ষে ২০টি প্রতিষ্ঠান ভুয়া পিন্নি (পারফরমেন্স গ্যারান্টি) জমা দিয়ে ৪৫ লাখ টাকার কাগজ লোপাট করেছে। এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং চলতি শিক্ষাবর্ষের কাগজ আত্মসাতের জন্য ৭টি প্রেসের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং ৭ জন বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওইসব মামলা অমীমাংসিত এবং ৭ বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারী বহাল তবিয়তেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে দুর্নীতিবাজ চক্রটি এতোই শক্তিশালী যে সেখানে আমার নির্দেশও কার্যকর হচ্ছে না।'

প্রতিমন্ত্রী ভোরের কাগজকে বলেন, কাগজ কেলেঙ্কারির অভিযোগে গত ডিসেম্বরের শেষ ভাগে যে ৭ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাদের যথারীতি কাজ চালিয়ে যাওয়াই প্রমাণ করে ওখানে দুর্নীতি কতো শক্তিশালী। তবে খুব শিগগিরই এই দুর্নীতিবাজ চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান ড. শফিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি কথা বলতে চাননি। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সদস্য অধ্যাপক কবির মজুমদার বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা কেন কার্যকর হচ্ছে না, তা জানি না। আরো তদন্ত হচ্ছে যারা শাস্তি পাবার তারা নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে। তবে এর মধ্যেই মে মাসে আগামী শিক্ষাবর্ষের বই ছাপানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষের সংশোধিত দেড় কোটি বই ছাপানোয় ডিসেম্বর মাসে কাগজ আত্মসাতের ঘটনা ঘটলে ১৭টি প্রেসকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ৪টি প্রেসের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা করা হয়। কাগজ আত্মসাতের ঘটনায় যুক্ত থাকার ব্যাপারে তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভিযুক্ত করে বহিষ্কারের শাস্তি প্রদান করে। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, অভিযুক্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নুরুল হক খান ছাড়া ডেসপাচ শাখার উপসচিব (প্রশাসন) এয়াকুব হোসেন, প্রধান হিসাবরক্ষক শান্তি গোবিন্দ নন্দীসহ অন্যরা এখনো কাজ করে যাচ্ছে। এই ঘটনায় ডিসেম্বর মাসে চারটি প্রেস যথা: হাসান প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, বিএস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ইন্ডিপেনডেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এবং মিতালী করপোরেশনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা করা হয়। একই অভিযোগে গত মার্চ মাসের শেষ দিকে আরো তিনটি প্রেস যথা : প্রিন্ট ওয়েল, এডভান্টেড প্রেস এবং এস খান প্রিন্টিংয়ের বিরুদ্ধে একই থানায় মামলা করা হয়।

এ বিষয়ে দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, কাগজ আত্মসাতের ঘটনায় ডিসেম্বরে যখন মামলা করা হয়, সে সময়ই পরের বার যে সমস্ত প্রেসের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারতো। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কিছু কর্মকর্তার স্বার্থগত কারণে সে সময় মামলা হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একজন জানান, অভিযুক্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু বিহাইন্ড দি স্ক্রিনে বোর্ডের যারা যুক্ত রয়েছে তারা সব সময়ই পার পেয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত শিক্ষাবর্ষে বেক্সিমকোর পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারিতে যেসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে চলতি শিক্ষাবর্ষে তাদের অনেকেই কাজ পেয়েছিল এবং ওটা সম্ভব হয়েছিল দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কারণে।

সূত্র জানায়, এই দুর্নীতির চক্র বোর্ডের গুদাম সমন্বয়কারী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ কাগজ গুদামজাত হওয়া থেকে কাগজ সরবরাহ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনো একভাবে এরা জড়িত থাকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত শিক্ষাবর্ষে বেক্সিমকো ৪৬ লাখ বই সরবরাহ না করে ২ হাজার ৩০০ রিম কাগজ আত্মসাৎ করে। বই গুলোর ইনার এবং কাভার কাগজ মিলিয়ে এই আত্মসাতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি টাকার কাগজ। এ বিষয়ে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে একটি তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করলেও এখন পর্যন্ত তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি।

গত শিক্ষাবর্ষ এবং চলতি শিক্ষাবর্ষে কোটি কোটি টাকার কাগজ আত্মসাৎ এবং ক্ষতিপূরণ আদায় না হওয়ার ঘটনাকে 'পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭